সংবাদ

তারিখ 5 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল

৩ মাস ধরে অচলাবস্থা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

স্থবির হয়ে পড়েছে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার তেজতুরি পাড়ায় অবস্থিত সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল। ক্ষোভে ফুঁসছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। মূলত প্রধান শিক্ষক এবং দু'জন সহকারী প্রধান শিক্ষককে সরিয়ে একজন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কারণেই এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে স্কুলটিতে অচলাবস্থা বিরাজ করলেও অদৃশ্য ক্ষমতাবলে নিয়োগ পাওয়া এই ক্ষমতাশালী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহসও পাচ্ছেন না মাউশির কর্মকর্তারা। কারণ এই প্রধান শিক্ষক একজন সচিবের স্ত্রী।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'এই স্কুলের সংকটের বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু সচিব এ বিষয়ে নীরবতা দেখাচ্ছেন। তাছাড়া জুনিয়র শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়ায় এখন এই স্কুলে কোন সহকারী প্রধান শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্র জানায়, গত বছরের ১৮ নভেম্বর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলের প্রধান ৩ মাস : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

৩ মাস : অচলাবস্থা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক ইনছান আলীকে সরিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্তের স্ত্রী কস্তুরী দত্ত মজুমদারকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় আমলারা। এরপর এ নিয়ে স্কুলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এই ক্ষোভ প্রশমনে পরদিন ১৮ নভেম্বর ওই স্কুলের দু'জন সহকারী প্রধান শিক্ষককেও অন্যত্র বদলি করা হয়। এরপর স্কুলের অচলাবস্থা আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছে। বর্তমানে স্কুলের ৫০ জন শিক্ষকের প্রায় সবাই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেখাচ্ছেন। স্কুলের প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরাও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় আমলাদের হঠকারী সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফুঁসছেন। তারা অবিলম্বে একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'কস্তুরী দত্ত কোনভাবেই প্রধান শিক্ষক হতে পারেন না। অবৈধভাবে তাকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ও দু'জন সহকারী প্রধান শিক্ষককে স্কুল থেকে সরাতে হয়েছে এবং আরও দু'জন সিনিয়র শিক্ষককে সরানো হচ্ছে'। ইনছান আলী আরও বলেন, 'কস্তুরী দত্ত একজন জুনিয়র শিক্ষক। তার প্রধান শিক্ষক হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা তিনি সচিবের স্ত্রী। তাছাড়া তাদের মেয়েও একজন [illegible] (শ্রাবন্তী দত্ত তিন্নি)'।